"মিষ্টি বাচ্চারা - এতটুকুও গাফিলতি করলে মায়া এমন ভাবে গ্রাস করে নেবে যে ঈশ্বরীয় সঙ্গ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, তাই নিজের প্রতি খেয়ার রাখো, সাবধান থাকো"

*প্রশ্নঃ - এই ঈশ্বরীয় ক্লাসে বসার আদব কায়দা কি?

*উত্তরঃ - এই ক্লাসে সেই বসতে পারে যে বাবাকে যথার্থ রূপে চিনেছে। এখানে যারা বসে তাদের অব্যভিচারী স্মরণ থাকা উচিত। যদি এখানে বসে অন্যদের স্মরণ করে তবে তো পরিবেশ খারাপ করে। এও হল বিরাট ডিসসার্ভিস । এখানকার আদব কায়দা কঠিন হওয়ার কারণে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কম হয়।

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি বিষয়ের দ্বারা বাচ্চাদের স্থিতি বুঝতে পারা যায়?

*উত্তরঃ - এই রোগী ভোগী দুনিয়ায় যখন কোনও পেপার আসে এবং তারা কান্না কাটি করে তখন স্থিতি বুঝতে পারা যায়। তোমাদের কান্নাকাটি করা নিষেধ।

*গীতঃ- চেহারা দেখে নে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে...

ওম্ শান্তি । এই কথাটি কে বলছে প্রাণী অথবা আত্মা, বলা হয় না যে প্রাণ বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ আত্মা বেরিয়ে গেল। সুতরাং প্রাণ বলা হয় আত্মাকে, শরীরকে নয়। বাবা আত্মাদের জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা পাপ আত্মা নাকি পুণ্য আত্মা? সবাই নিজেকে পতিত মনে করে। তো বাবা বলেন নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি কি পাপ কর্ম করেছি? কবে করেছি? পাপ আত্মা তো সবাই, তাইনা। কিন্তু নম্বর অনুসারে তো হয়। তো নম্বর অনুসারে পুণ্য আত্মা কে ? নম্বর ওয়ান পাপ আত্মা কে ? ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে। আজ সব মানুষ মাত্রই মায়ার দাসত্বে রয়েছে। অর্ধেক কল্প মায়ার দাসত্বে থাকে, পরে মায়াকে দাস বানায়, তখন তাদের পুণ্য আত্মা বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। তারা এখন কোথায় ? সত্য যুগে কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ছিলেন না, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ ডাইনেস্টি ছিল। সেই সময় ভারতকে পবিত্র বলা হত। সেখানে দৈবগুণ ধারী মানুষ ছিল। বলা হয় সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... অর্থাৎ পুণ্য আত্মা, তাইনা। তারপরে বলে অহিংসা পরমধর্মঃ । অর্থাৎ তারা অহিংসক ছিলেন। হিংসা কথাটির দুটি অর্থ আছে - হিংসা অর্থাৎ কাউকে আঘাত করা। আঘাতও দুই প্রকারের হয় । এক হল কাম কাটারী চালানো, দ্বিতীয় হল ক্রোধ বশতঃ আঘাত করা। এও হল হিংসা। এই সময় সবাই পাপ আত্মা। বলা হয় না - আমি নির্গুণহারের (গুণহীন) কোনো গুণ নেই। সুতরাং নম্বর অনুযায়ী হল তাইনা। কিন্তু সব পাপ আত্মা, তাই যখন পিতা আসেন তখন পিতাকে চেনা উচিত। বলে থাকে - পরমপিতা, অর্থাৎ ওঁনার কোনও পিতা নেই, তিনি হলেন সকলের পিতা, তিনি সকলের টিচার। পরম পিতা উনি পরম ধামে থাকেন, তাঁর কোনও পিতা নেই। অন্য সবার পিতা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও পিতা আছে। বলে শিবায় নমঃ অর্থাৎ পিতা হলেন, তাইনা। পিতা পুনর্জন্মের চক্রে আসেন না। কিন্তু তিনি কল্পে কেবল একবার জন্ম গ্রহণ করেন। বলে শিব জয়ন্তী অর্থাৎ জন্ম হয়েছে তাইনা। শাস্ত্রবিদ জানে না শিবের জন্ম কীভাবে হয় ? বলে শিব রাত্রি, রাত্রি অর্থাৎ কোন্ রাত্রি ? রাত্রি কালে মানুষ অন্ধকারের কারণে ধাক্কা খায় তারপরে ভক্তি মার্গেও বলে গঙ্গা স্নান করো। চার ধামের যাত্রা করো, এই করো, ওই করো। সুতরাং ধাক্কা খেতে হল, তাইনা। এ হল রাত। সত্যযুগ ত্রেতা হল দিন। সত্যযুগে আছে সুখ। সেখানে পরমাত্মাকে স্মরণ করার দরকার নেই। বলে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, তো ভক্তরা পিতাকে স্মরণ করে, সাধনা করে অর্থাৎ তারা পতিত বলেই করে, তাইনা। অতএব পতিত ভারতকেই বলা হবে কারণ ভারত পবিত্র ছিল। যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, পবিত্র আত্মারা ছিল। সত্য যুগে অন্য ধর্ম থাকে না। বাকি অন্য ধর্মের যে পতিত আত্মারা আছে তারা দন্ড ভোগ করে পরমধামে গিয়ে থাকে। সত্যযুগে আসে না। সত্য যুগে সুখ-শান্তি-সম্পত্তি সব ছিল। সেখানে ছিলই প্রালব্ধ।

এখানে বাচ্চারা তোমাদের হল এক মত। ওইখানে (লৌকিকে) একই ঘরে আছে অনেক মত। পিতা গণেশকে স্মরণ করবে তো পুত্র হনুমানকে অর্থাৎ অনেক মত হল, তাইনা। এখানে পিতার কাছে সন্তানরা অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। এমনিতে যদিও কাউকেও বাবা বলে সম্বোধন করে। গান্ধীজিও তো বাপু ছিলেন - কিন্তু সকলের (জন্মদাতা) পিতা ছিলেন না। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। পিতা এসে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন । ভক্তির শৃঙ্খল আছে। তারা বুঝতে পারে না যে তারা পতিত। পতিতদের পবিত্র করেন একমাত্র পিতা। তোমরা এক সত্য পিতাকে মান্য করে চলো। অন্য সৎসঙ্গ গুলিতে যাও তো কেউ নিষেধ করবে না। এখানে একেবারে নিষেধ করা হয়। যতক্ষণ না বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করছো

ততক্ষণ ক্লাসে বসতে পারবে না কারণ যতক্ষণ স্মরণ করছো না ততক্ষণ যোগ্যতা অর্জন করো না। মায়া অযোগ্য বানিয়ে দেয়। তারা বলে আমি নির্গুণহারে (গুণহীন) আমার কোনো গুণ নেই। এই সব গীত গায়। অর্থাৎ সবাই হল পতিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের নামেও কটূক্তি করে। তাদের দৃষ্টি যেরকম তেমনভাবেই সৃষ্টিকে দেখে। যদি এখানে বসে কেউ অন্যদের স্মরণ করে তবে সেই স্মরণ হয়ে গেল ব্যভিচারী স্মরণ, তাইনা। যদিও স্মরণ পূর্ণ রীতিতে স্থির হয়েনি কারণ মায়া বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবুও বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে শেখান। অন্ত সময়ে তোমাদের স্মরণ স্থির হয়ে যাবে। তবেই অন্তকালের জন্য গায়ন আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপ-গোপীকাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। এই সংস্থাটি এইজন্য বৃদ্ধি পায় না কারণ এখানকার নিয়ম কায়দা গুলি খুবই কঠিন। যতক্ষণ বাবার পরিচয় না জেনেছো ততক্ষণ ক্লাসে বসতে পারবে না। কারণ এখানে অব্যভিচারী স্মরণ থাকা চাই। অন্য কেউ সত্যখণ্ডের মালিক বানাতে পারবে না। তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক হও শিববাবার দ্বারা। এখন তো অসত্য খন্ড। বলে না - মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া....! অর্ধেক কল্প এমনই চলে। মনে করো কোনো বাড়িতে বাবা যদি জ্ঞানের পথে আসে তবে রচনাকেও পবিত্র বানাতে হয় । সন্তানরা যদি পবিত্র না হয় তবে কুসন্তান বলা হবে। পরিবারে যদি কেউ একজন পবিত্র হয়, অন্য জন না হয় তবে তো ঝগড়া লেগেই থাকবে। সেই কারণে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে। এখানে জ্ঞান শুনে ভালো ভালো বলে কিন্তু বাইরে গিয়ে যেমনকার তেমন হয়ে যায়। তারা ভাবে - সন্ন্যাসীরা তো বলে গৃহস্থে থেকে পবিত্র হতে পারবে না। তাহলে আমরা কীভাবে থাকতে পারব। কিন্তু এখানে তো প্রতিজ্ঞা করতে হয়। আত্মারূপী বাচ্চারাও বলে আমরা পবিত্র হবো। অর্ধেক কল্প তো আমরা আহবান করেছি সদগতি দাতা এসো। তো এখন তিনি এসেছেন। তবে এখন তাঁর আদেশ মানবো নাকি অন্যদের কথা মানবো ! বাবা বলেন যদি আদেশ মান্য করবে না তবে সত্যযুগে কীভাবে যেতে পারবে । যদি বাবার সন্তান না হও তাহলে কুসন্তান হলে তাইনা, তখন তো স্থির থাকতে পারবে না। তাদের থাকা খুব কঠিন হয়ে যায়। হংস আর বলাকা, একত্রে থাকবে কীভাবে। কোথাও স্ত্রী পবিত্র হয়, স্বামী পবিত্র হয় না তখন স্ত্রী বাবাকে ডাকতে থাকে। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের সহ্য করতে হবে। আচ্ছা গিয়ে কর্ম করো, বাসন পরিষ্কার করো। রুটি তো খাবে তাইনা। বিকার গ্রস্ত হওয়ার চেয়ে বাসন ধোওয়া অনেক ভালো তাইনা। কন্যাদেরকে লৌকিক পিতাও অ্যাসাইলাম (আশ্রয়) দেয় না। সেও বলে তোর হাতে গাঁটছড়া (বিবাহ) বেঁধে দিয়েছি কারণ , বিকারের যেতে হয় । কিন্তু পারলৌকিক পিতা বলেন দান করো তবে গ্রহণ মুক্ত হবে। ৫ বিকারের দান দাও তবে গ্রহণ মিটবে। চন্দ্রের মতন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলেন তাইনা। বর্তমানে আত্মার হয়েছে নো কলা অর্থাৎ কলাহীন অবস্থা। এখন তো সবাই হল পতিত।তারা বলে - আমরা পতিত, তাদেরকে বলো তোমরা হলে নরকবাসী, তখন বিগড়ে যাবে। এই সময় যথা রাজা তথা প্রজা সবাই হল পতিত। সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী। সত্যযুগে কেউ কান্নাকাটি করে না। তাই এখানে তোমাদের কান্নার পারমিশন নেই। কান্নায় ভেঙে পড়া অর্থাৎ অবস্থা বা স্থিতি শক্তিশালী নয়। যখন পিতা ২১ জন্মের বাদশাহী প্রদান করছেন। তবে কান্নার দরকার থাকে কি, কিন্তু সেই কথা তো ভুলে যায়। এই দুনিয়া হল রুগীদের দুনিয়া, ভোগীদের দুনিয়া। সত্যযুগ হল নিরোগী অর্থাৎ রোগমুক্ত, যোগী দুনিয়া। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করো না অর্থাৎ ডিসসার্ভিস করে থাকো। কারণ পরিবেশ খারাপ করবে। এখানে তো সবাই হল পতিত। তাই পতিতদের দান করে পবিত্র হতে পারবে না। পতিতদের দান করলে তারা তো পতিত কর্ম ই করবে। এখানে তো পতিতদের সঙ্গে পতিতরা আচার ব্যবহার করে। সেখানে তো পবিত্রদের সঙ্গে পবিত্রদের আচার ব্যবহার থাকবে। ব্যভিচারী শব্দটি তো খারাপ শব্দ তাইনা। প্রথমে ভক্তিও ছিল অব্যভিচারী। শিবের পূজা করা হত। পরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়, তখন রজঃগুণ ভক্তি বলা হয়। এখন মানুষের পুজো করতে থাকে। সন্ন্যাসীদের পদসেবা করে জল পান করে। মানুষের পূজা করাকে বলা হয় ভূত পূজা অর্থাৎ ৫ তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত শরীরের পূজা। কিছুই বুঝতে পারে না। তখন বলা হয় অন্ধের সন্তান অন্ধ। তোমরা হলে চক্ষুষ্মানের সন্তান চক্ষুষ্মান । তারা তো অন্ধকারে ধাক্কা খায়। বলে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর... এমন বলাও রং (ভুল)। বিষ্ণু হলেন সত্যযুগ নিবাসী। উনি তো নিজের প্রালব্ধ ভোগ করেন। বাকি থাকলেন ব্রহ্মা গুরু, তিনিও তখন থাকেন যখন এই দেহে পিতা প্রবেশ করেন। যতক্ষণ না বাবার প্রবেশ ঘটে ততক্ষণ এনার কাজ কি।

অসীম জগতের পিতা বলেন যে আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে সেই হল আমার সুসন্তান। যেমন গভর্নমেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করে, তেমন ভাবে এই পাণ্ডব গভর্নমেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করে যে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। তো বাবা বলেন যে দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে মামেকম্ স্মরণ করো, এই শরীরের প্রতি বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়ে আত্মার বন্ধন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করান। তাই বাবাকে স্মরণ করা উচিত এবং শরীরের প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে। মোহজিতের কাহিনী আছে না, সুতরাং তোমাদেরও মোহজিত হতে হবে। এ হল যুদ্ধের ময়দান, এই যুদ্ধে একটু গাফিলতি করলে মায়া গ্রাস করে নেয়। বলা হয় গজকে গ্রাহ (বড় কুমির) গ্রাস করেছে। এমন কোনও কথা নেই যে গজ অর্থাৎ হাতি জলে নেমেছে, কুমীরে ধরেছে। না, এইসব হল এখানকার কথা। ভালো ভালো মহারথীরা আছে, তারা অনেককে বোঝায়,

সেন্টারও প্রতিপালন করে। যদি তারা এতটুকুও গাফিলতি করে তবে মায়া গ্রাস করে নেবে। এমন গ্রাস করবে যে বাবার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়ায় নিয়ে যায়। তাই খুব সাবধানতার সাথে চলতে হয়। কারণ মায়ার সঙ্গেই এই বক্সিং খেলা। এই কথাটি পূর্ণ রূপে বুঝতে হবে। শুধুমাত্র সত্য সত্য বলবার জন্য নয় । সত্য সত্য তো ভক্তি মার্গে করেছো যে অমুকের জন্ম নাক দিয়ে হয়েছে, এও সত্য, হনুমানের জন্ম পবনের দ্বারা হয়েছে, হ্যাঁ সত্য। সেইসব তো হল ভক্তিমার্গের কথা। এখানে তো হল জ্ঞানের কথা যা ধারণ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যদি বাবার আপন হয়ে কোনো পাপ কর্ম করো তবে তার একশত গুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। তাই বাবা সাবধানী বার্তা দেন। দেখো, এখন বাপদাদা সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন। এখন এই কথা বলবে না হে ভগবান। না। শিববাবার সন্তান এক ব্রহ্মা, তিনিই ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) চন্দ্রের সমান ১৬ কলা সম্পন্ন হওয়ার জন্য ৫-টি বিকারের সম্পূর্ণ দান করে গ্রহণমুক্ত হতে হবে।

২) বাবার আপন হয়ে কোনও পাপ কর্ম করবে না। দেহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে মোহজিত হতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তির দ্বারা সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারী বিশ্বের আধারমুর্তি ভব

তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের সর্ব আত্মাদের আধারমূর্তি। তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের বায়ুমন্ডল পরিবর্তন হচ্ছে, তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের আত্মারা এবং প্রকৃতি দুইই পবিত্র হচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরি হচ্ছে, এমন দায়িত্বের মুকুট ধারণ করতে সক্ষম বাচ্চারাই ভবিষ্যতের মুকুটধারী হয়।

স্লোগানঃ- ডিট্যাচ এবং অধিকারী হয়ে কর্ম করো তাহলে কোনও বন্ধন নিজের বাঁধনে বাঁধতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;